গাংনীতে ২২ বিঘা জমি দখলের চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের সাত্তারের ছেলে আরিফ হোসেন, আনছার আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম ও ভোলারদাড় গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে কালামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে ২২বিঘা জমির দখলের চেষ্টায় কলাই কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে সাজেদুল ও কালামের নেতৃত্বে ক্ষেতের কলাই কেটে নিয়ে গেছে বলে জানান ভুক্তোভোগি গাংনীর মৃত ইয়াকুব মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন ও গাড়াডোব হঠাৎপাড়ার মৃত পাঞ্জাব আলি বিশ্বাসের ছেলে আবেদুল হক। আনুমানিক আড়াই লাখ টাকার ফসল কর্তন করে প্রতিপক্ষরা নিয়ে যায় বলে তারা অভিযোগ করেন।

উপজেলার বালিয়াঘাট, ব্রজপুর গ্রামের জনৈক মৃত রজব আলী, রহমান বিশ্বাস, হারেজ বিশ্বাসের নামে রামনগর মৌজায় তাদের নামীয় আর এস খতিয়ান ১৭২, ১২৮৩, ১৭৩ ও ৩৫২, আর এস দাগ নং ২৯৫৬, ৩২৭১, ২৯৫৮, ৩১৫৮ এই দাগে ৯ একর ১৪ শতক জমি হারেজ আলীর ওয়ারিশ ইনতাদুল হকের নামে প্রচলিত আছে বলে জানান ভুক্তোভোগিরা ।

ভুক্তোভোগি জাকির হোসেন জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রেকর্ডীয় সম্পত্তিতে ফসল চাষ করলে উপজেলার রামনগর গ্রামের সাজেদুল ইসলাম ও কালামের নেতৃত্বে মোবারক মন্ডলের ছেলে আবুল কাশেম, আজিজুল ইসলামের ছেলে আমজাদ হোসেন, হামিদুল ইসলাম, আব্দুল সাত্তারের ছেলে আরিফ হোসেন, আফসার আলীর ছেলে নাজিমুদ্দিন চৌকিদার, মল্লিক মিয়ার ছেলে আফফান আলী, মনজেত কামারের ছেলে আব্দুল মান্নান, সমের আলীর ছেলে সমসের আলী, চাঁদ চৌকিদারের ছেলে আব্দুল বারী, ইয়াছিন আলীর ছেলে কামাল হোসেন, নিয়াত আলির ছেলে আব্দুল ছাত্তার ও তার ছেলে আশরাফুল ও আবদুল, কলিমদ্দিনের ছেলে আলমগীর, আবুল কাশেমের ছেলে রবকুল, আনছারের ছেলে সাজেদুল, মোফাজ্জেল মিয়ার ছেলে লাভলু, আফ্ফানের ছেলে কুদরত, শরিফুল ও ইনতাজ, খইমদ্দিনের ছেলে মন্টু, হাশেম আলির ছেলে লালন, আমজাদের ছেলে মামুর এবং শমসেরের ছেলে রুবেল প্রতিদিন রাতে ফসল তসরুপাত ও ফসল চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

ভুক্তোভোগিরা আরও বলেন, আমাদের জমি সাজেদুল ও কালাম গংদের

গ্রামে এবং বাড়ীর পাশে হওয়ায় প্রতিবার তারা জমির ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করেন। ফসল কাটার বিষয়টি নিষেধ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে বলে, এটা সরকারী খাস জমি এই জমিতে আসলে খবর আছে।

ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা অত্যাচারের কারণে ইতিপৃর্বে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করা হয় বলে জানান ভুক্তোভোগিরা। অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে নোটিশ করে বিষয় নিয়ে শুনানী ও তদন্ত হয়।

তদন্তে বিনিময় দলিল, ভিপি অবমুক্তিপত্র আর এস রেকর্ড আনুসাঙ্গীক কাগজপত্র বিবেচনা করে নালিশী জমিতে আরএস রেকর্ডীয় মালিকগণের স্বত্ত¦ বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে গাংনী থানায় উভয় পক্ষে ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে আপোষ মিমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১১জুলাই ২০১৯ইং তারিখে স্মারক নম্বর ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯- নিদের্শ দেন তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল।

গাংনী থানার তৎকালীন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার উভয় পক্ষকে গাংনী থানায় ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করত আপোষ মীমাংসায় কোন ধরণের ফসল কর্তন বা অত্যাচার করবে না মর্মে অংগীকারবদ্ধ করেন।
সে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সাজেদুল ও কালাম গংরা আবারও বৃহস্পতিবার ভোরে ২২বিঘা জমিতে থাকা কলাই ক্ষেত জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

এ ব্যপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে ওসি ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে নিয়ে শালিস করে ক্ষেতের কলাই ফেরত দেওয়ার জন্য সাজেদুল ও কালাম গংদের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশনার পরও তারা ফসল এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি বলে জানান ভুক্তোভোগিরা।
জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, জমির মীমাংসার বিষয়ে অবগত নই। তবে আগের কর্মকর্তা যদি ফসল কর্তন বা ফসল তসরুপাত করবে না মর্মে আপোষ মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আবারও যদি কেউ ফসল কর্তন করে তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে তাদের

বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

আমতৈল মানিকদিয়া গ্রামের আহত আরফান বাকশক্তি ও দৃষ্টি শক্তিও হারাতে বসেছে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল মানিকদিয়া গ্রামে আহত আরফান বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক।

তিনি রোগীর স্বজন উজ্জলকে আরও জানিয়েছেন তার ঘাড়ে ও গোপনাঙ্গের শীরাতে মারাত্মক আঘাত হওয়ার কারণে শুধু বাকশক্তিই নয় ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি শক্তিও হারাতে পারে।
এর আগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত আরফানের অবস্থার উন্নতি না হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে একদিন রাখার পর চিকিৎসক আরফানের অবস্থার কোন ভাল খবর দিতে পারেনি।

গতকাল রবিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক আরফানের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন বলে জানান আরফানের স্বজনরা।

গত শনিবার দু’পরিবারের শিশুদের ভুত ভুত খেলা নিয়ে বাকবিতর্কতা শুরু হলে এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রুপ নেয়। এতে ঐ গ্রামের সাইফুন মাঠ পাড়ার আবুল কালামের ছেলে আরফানকে আদম ও তার স্ত্রী কল্পনা এবং আদমের ছোটভাই কদম সহ পরিবারের আরও অনেকে বাঁশ রড ইট দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক ভাবে জখম করে।

এ দিকে আরফানের স্বজন উজ্জল সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বলেন আরফানকে আহত করার পর তার স্ত্রী বেলি খাতুনকেও মেরে ফেলার জন্য খুজতে থাকে। যার ফলে বেলি খাতুন ঘটনার দিন গা ঢাকা দিয়ে রবিবার

ভোরে তার স্বামীর কাছে চলে যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে জোর পূর্বক ২২ বিঘা জমির কলাই কেটে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনছার আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম ও ভোলারদাড় গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে কালামের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে কৃষকের ২২বিঘা জমির কলাই জোর পূর্বক কেটে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার ভোরে সাজেদুল ও কালামের নেতৃত্বে ক্ষেতের কলাই কেটে নিয়ে গেছে বলে জানান ভুক্তোভোগি গাংনীর মৃত ইয়াকুব মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন ও গাড়াডোব হঠাৎপাড়ার মৃত পাঞ্জাব আলি বিশ্বাসের ছেলে আবেদুল হক।

আনুমানিক আড়াই লাখ টাকার ফসল কর্তন করে প্রতিপক্ষরা নিয়ে যায় বলে তারা অভিযোগ করেন।
উপজেলার বালিয়াঘাট,ব্রজপুর গ্রামের জনৈক মৃত রজব আলী,ও রহমান বিশ্বাস,হারেজ বিশ্বাসের নামে রামনগর মৌজায় তাদের নামীয় আর এস খতিয়ান ১৭২, ১২৮৩, ১৭৩ ও ৩৫২,আর এস দাগ নং ২৯৫৬, ৩২৭১, ২৯৫৮, ৩১৫৮ এই দাগে ৯ একর ১৪ শতক জমি হারেজ আলীর ওয়ারিশ ইনতাদুল হকের নামে প্রচলিত আছে বলে জানান ভুক্তোভোগিরা ।
ভুক্তোভোগি জাকির হোসেন জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রেকর্ডীয় সম্পত্তিতে ফসল চাষ করলে

উপজেলার রামনগর গ্রামের সাজেদুল ইসলাম,ও কালামের নেতৃত্বে মোবারক মন্ডলের ছেলে আবুল কাশেম,আজিজুল ইসলামের ছেলে আমজাদ হোসেন,হামিদুল ইসলাম,আঃ সাত্তারের ছেলে আরিফহোসেন,আফসার আলীর ছেলে নাজিমুদ্দিন চৌকিদার, মল্লিক মিয়ার ছেলে আফফান আলী, মনজেত কামারের ছেলে আব্দুল মান্নান, সমের আলীর ছেলে সমসের আলী, চাঁদ চৌকিদারের ছেলে আব্দুল বারী, ইয়াছিন আলীর ছেলে কামাল হোসেন,

নিয়াত আলির ছেলে আঃ ছাত্তার ও তার ছেলে আশরাফুল ও আবদুল, কলিমদ্দিনের ছেলে আলমগীর, আবুল কাশেমের ছেলে রবকুল, আনছারের ছেলে সাজেদুল, মোফাজ্জেল মিয়ার ছেলে লাভলু, আফ্ফানের ছেলে কুদরত, শরিফুল ও ইনতাজ, খইমদ্দিনের ছেলে মন্টু, হাশেম আলির ছেলে লালন, আমজাদের ছেলে মামুর এবং শমসেরের ছেলে রুবেল প্রতিদিন রাতে ফসল তসরুপাত ও ফসল চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

ভুক্তোভোগিরা আরও বলেন, আমাদের জমি সাজেদুল ও কালাম গংদের গ্রামে এবং বাড়ীর পাশে হওয়ায় প্রতিবার তারা জমির ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করেন।

ফসল কাটার বিষয়টি নিষেধ করলে তারা হত্যার হুমকি দিয়ে বলে,এটা সরকারী খাস জমি এই জমিতে আসলে খবর আছে।

ফসল কর্তন ও জমির উপর নানা অত্যাচারের কারণে ইতিপৃর্বে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করা হয় বলে জানান ভুক্তোভোগিরা। অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে নোটিশ করে বিষয় নিয়ে শুনানী ও তদন্ত হয়।

তদন্তে বিনিময় দলিল,ভিপি অবমুক্তিপত্র আর এস রেকর্ড আনুসাঙ্গীক কাগজপত্র বিবেচনা করে নালিশী জমিতে আরএস রেকর্ডীয় মালিকগণের স্বত্ত¦ বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে গাংনী থানায় উভয় পক্ষে ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে আপোষ মিমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১১জুলাই ২০১৯ইং তারিখে স্মারক নম্বর ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯- নিদের্শ দেন তৎকালিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল।

গাংনী থানার তৎকালীন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার উভয় পক্ষকে গাংনী থানায় ৩শ’ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করত আপোষ মিমাংসায় কোন ধরণের ফসল কর্তন বা অত্যাচার করবেনা মর্মে অংগীকারবদ্ধ করেন।

সে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সাজেদুল ও কালাম গংরা আবারও বৃহস্পতিবার ভোরে ২২বিঘা জমিতে থাকা কলাই ক্ষেত জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

এ ব্যপারে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে ওসি ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে নিয়ে শালিস করে ক্ষেতের কলাই ফেরত দেওয়ার জন্য সাজেদুল ও

কালাম গংদের নির্দেশ দেন।

এ নির্দেশনার পরও তারা ফসল এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি বলে জানান ভুক্তোভোগিরা।

জানতে চাইলে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, জমির মিমাংসার বিষয়ে অবগত নই।

তবে আগের কর্মকর্তা যদি ফসল কর্তন বা ফসল তসরুপাত করবে না মর্মে আপোষ মিমাংসার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং আবারও যদি কেউ ফসল কর্তন করে তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর পল্লীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনকে পিটিয়ে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে বলে জানা গেছে।

শনিবার সন্ধ্যা রাতে ঐ গ্রামের সাইফুন মাঠ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক ঐ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আরফান (৩২)।

আহতের পরিবার সুত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় আহত আরফানের জমজ দুই মেয়ে প্রতিবেশি আদম এর বাড়ির উপর দিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরছিল।

এমন সময় আদমের ১০ বছর বয়সি এক মেয়ে জমজ দুই বোনকে ভুতের ভয় দেখালে তারা আতংকিত হয়ে তারা তার মাকে জানালে তাদের মা ঐ মেয়েকে

বারণ করে।

এতে করে ঐ মেয়ের মা আদমের স্ত্রী কল্পনা খারাপ ভাষায় কথা বললে আহত আরফানের স্ত্রীর সাথে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। তাদের বাকবিতন্ডার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে আদম ছুটে এসে আরফানের স্ত্রীকে মারধর শুরু করে।

এ সময় আরফান প্রতিবাদ করতে গেলে আদম সহ তার ছোটভাই কদম আদমের স্ত্রী কদম বাঁশ, লাঠি ও ইট দিয়ে আরফানকে আঘাত করে। এতে আরফানের গোপনাঙ্গে মারাত্মক ভাবে আঘাত পায়।

পরে আরফানের পরিবার তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা দিলেও তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

আহতর পরিবারের লোকজন গাংনী থানায় অভিযোগ করবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান এ বিষয়ে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় সাংবাদিক আহত

মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে সড়ক দূর্ঘটনায় দৈনিক সময়ের কাগজ ও চ্যানেল ফোর টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক এম এ লিংকন ও তার সহকারি এম এন পাভেল মারাত্মক আহত হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পেশাগত কাজ শেষে বামন্দী থেকে গাংনী ফেরার পথে চোখতোলা নামক স্থানে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

আহত সাংবাদিক এম এ লিংকন জানান, বামন্দী থেকে স্বাভাবিক গতিতে মটরসাইকেল যোগে পেশাগত কাজ শেষ করে গাংনীর দিকে ফিরছিলাম এমন সময় চোখতোলা নামক স্থানে একটি ছাগল মটরসাইকেল এর সামনে এসে পড়লে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়।

এতে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।
পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। বর্তমানে তারা সেখানে ভর্তি রয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার মনিটরিং

সারাদেশের মতো দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহরের সবজি ও পাইকারি বাজারে মনিটরিং করেছে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় চেয়ারম্যান এম এ খালেক সহ গাংনী অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, পৌর কাউন্সিলর নবিরুদ্দিন, মিজানুর রহমান, বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু সহ বাজার নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিৎ ছিলেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন কিছু অসাধূ ব্যবসায়ী বিশেষ করে পেঁয়াজের বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছে। তাই এরপর থেকে বেশি দামে পেয়াজ ক্রয় করবেন না এবং বাজারজাত করবেন না।

যাতে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা কোন প্রকার সিন্ডিকেট সৃষ্টি করে বাজার অস্থিতিশীল করে তুলতে না পারে।

পরে তিনি গাংনী পাইকারি কাচা বাজারে যান এবং সেখানেও তিনি ব্যবসায়ীদের বেশি দামে পেঁয়াজ এমনকি অন্যান্য সবজি বাজার জাত না করার জন্য বলে দেন।

বিশেষ করে পেঁয়াজের উপর তিনি কড়া হুশিয়ারি দিয়ে বলেন কোন প্রকার কারসাজি ধরা পড়লে সেই ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় আনা হবে।

চেয়ারম্যান এম এ খালেক এর কথায় সকলে একমত হন এবং তার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামালার ৮ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার
সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এ ৮ জন আসামিকে আটক করা হয়।

এর মধ্যে সদর থানা পুলিশ ৬ জনকে ও গাংনী থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুর জেলা গাংনী উপজেলা থেকে ৪৩ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে বিজিবি। উপজেলার কাজীপুর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এ মদ উদ্ধার করা হয়।

কাজিপুর সীমান্ত ক্যাম্প সুত্রে জানা যায়, হাবিলদার ফিরোজের নেতৃত্বে একটি টহল দল মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪৩ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে।

- গাংনী প্রতিনিধি

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গাংনীতে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে জরুরী সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক দিক নির্দেশনা মুলক আলোচনা করেন।

এ সময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বুলু, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক ও বাজার মনিটরিং কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে আজ থেকে উপজেলা প্রশাসন সহ বাজার মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজারে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবে বলে

জানা যায়।

বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হবে বলে উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

কৃষকের অভিশাপে কাঁদাচ্ছে পেঁয়াজ

সারাদেশের মতো মেহেরপুর জেলাও পেঁয়াজ সংকটে জনগণের নাভিশ্বাস অবস্থা। কোনভাবেই পেয়াঁজের সংকট মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা।

সরকারও এ নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা বৈঠক করেও এ পর্যন্ত কোন সুরাহা করতে পারেনি পেয়াঁজ সংকটের। কয়েকদিন আগেও বানিজ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পেঁয়াজের দাম এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে মন্ত্রীর ঐ বক্তব্যের পরও থেমে নেই পেঁয়াজের মূল্যের উর্দ্ধগতি। এরই মধ্যে পেঁয়াজের কেজি প্রতি মূল্য ২শ’টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এরপরও দাম কমবে কিনা তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা।

তবে সরকার পেঁয়াজের দাম মোটামুটি নাগালের ভিতরে আনতে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করার পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহন করেছেন। তারপরও পেঁয়াজের দাম কতটুতু সহনীয় পর্যায়ে আসবে তা এখনই বলা যাচ্ছেনা। যেখানে গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকার মতো ছিল কোন কোন জায়গায় দামের তারতম্য ছিল।

মেহেরপুর জেলার কৃষকরা বিশেষ করে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, টেংরামাড়ি, শ্যমাপুর একই জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামেও অনেকে পেঁয়াজের আবাদ করেছিলেন। সে সময় পেঁয়াজের ফলন বেশ ভাল হয়েছিল বলা যায় বাম্পার ফলন হয়েছিল।
গতবছর মেহেরপুরের কৃষকরা প্রথম দিকে পেঁয়াজ ফলন করে লাভের মুখ দেখলেও পরে তা তাদের লোকসানের দিকে নিয়ে যায়। গত বছর পেঁয়াজ

সংকটের শুরুতে সরকার ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করার ফলে দেশের পেঁয়াজ চাষিরা লোকসানের মুখে পড়ে যায়। লোকসান শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছায় যে চাষিরা পেঁয়াজ মাঠ থেকে তুলবে সে খরচও যোগাতে হিমশিম খেতে থাকে।

গত বছর মেহেরপুরের চাষীদের অধিকাংশরাই সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ করেছিল। প্রথমে কিছুটা লাভের মুখ দেখলেও পরে এই পেঁয়াজ তাদের কাঁদিয়ে ছেড়েছে। অবশেষে তারা প্রতি মণ পেঁয়াজ তারা ১শ’ টাকা করে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। সে সময় কৃষকদের সংকট নিয়ে বিভিন্ন গণ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সংকট দুর করার জন্য জেলা কৃষি অফিস থেকে নানান পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতেও কৃষকের মুখে হাসি ফোঁটেনি। অবশেষে কৃষকরা ক্ষোভে দুঃখে ক্ষেতের পেঁয়াজ তুলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। সে সময় কৃষকদের কান্নার চিত্রও ফুটে ওঠে।

পেঁয়াজ চাষ করে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার কারণে অনেকেই পেঁয়াজ চাষের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কৃষকদের সেই চাপা কান্না আর ক্ষোভ এখন অভিশাপে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। আজ কৃষকদের সেই অভিশাপে সারাদেশের মানুষকে কাঁদাচ্ছে পেঁয়াজ। পেঁয়াজের দাম আগে কখনও এতা বেশি হয়নি বলে জানান অনেকে। সরেজমিনে মেহেরপুরের টেংরামারি মোড়ের কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলে জানা যায়, আমাদের এখানে কেবল পেঁয়াজ লাগানো শুরু করেছে। গতবছর পেঁয়াজের দাম না পাওয়ায় মাস খানেক দেরি করেই অনেকে লাগাচ্ছে। টেংরামারি গ্রামের মৃত মোয়াজ্জেম মালিথার ছেলে কৃষক আব্দুল রাজ্জাক বলেন এখন চাষিরা পেঁয়াজ লাগানো শুরু করছে কেউ কেউ লাগান শেষ করেছে আবার কেউ কেউ ধান কাটা শেষ করে লাগাবে।

পেঁয়াজ লাগানোর তিম মাস পর বাজারে আসা শুরু করবে বলে কয়েকজন চাষি জানিয়েছেন। সাথে সাথে তারা দাম না পাওয়া নিয়েও আশংকা করেছেন। কৃষকরা বলেন গত বছর পেঁয়াজ বিক্রয় করতে না পেরে অনেকে ক্ষেত পরিষ্কার করার খরচ না দিতে পেরে সেখানেই পঁচে নষ্ট হয়েছে। কৃষকরা বলেন যদি কেজি প্রতি ১০টাকা দামও পাওয়া তবুও কৃষক বাঁচবে। কিন্তু গত বছর ৩টাকা কেজিও পাওয়া যায়নি। কয়েকজন কৃষক

সাংবাদিকদের বলেন সে সময় শুধু কৃষকরাই কেঁদেছে সেই কাঁদা এখন দেশের মানুষ কাঁদছে।
তবে আগামী তিন মাসের মধ্যে পেঁয়াজের সংকট কেটে যাবে বলে কৃষকরা জানান। তারা বলেন এখন অগ্রহায়ণ মাস এখন পেঁয়াজ লাগানো পড়বে

ফাল্গুন চৈত্র মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারে আসবে। কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন গতবছরের পেঁয়াজ ঘরের আড়াতে টাঙ্গিয়ে রেখেছি তাই এর সংকট এখনও বুঝতে পারিনি। সপ্তাহ খানেক পরে আমাদেরই পেঁয়াজ কিনে খেতে হবে। এ নিয়েও তার মতো অনেক কৃষকও চিন্তিত বলে জানান।

- এ সিদ্দিকী শাহীন